আদিবাসি উপজাতি

"ট্রাইব" শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ "Tribus" থেকে, যার অর্থ "একটি দল"।

একটি ট্রাইবের অভিধানগত অর্থগুলি বিভিন্ন হতে পারে, যেমন:

ক) একটি গোষ্ঠী যাদের একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে নেমে আসার সূত্রে বন্ধন থাকে, রীতিনীতি ও প্রথার সাম্প্রদায়িকতা, একই নেতার প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি,

খ) আদিবাসী লোকেদের একটি স্থানীয় বিভাগ,

গ) অন্যান্য লোকেদের একটি বিভাগ,

ঘ) একটি শ্রেণী বা ব্যক্তিদের একটি দল, বিশেষত যারা সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা আগ্রহ দ্বারা আবদ্ধ,

ঙ) একটি বড় পরিবার।

ঐতিহাসিকভাবে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি প্রায়শই বহিরাগত এবং প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতীক হিসাবে বোঝা হয়েছে যা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এটি উপনিবেশিক সময় থেকে তাদের কিছু শ্রেণিবিন্যাস এবং যাযাবর, অপরাধী, বনবাসী, আদিবাসী ইত্যাদি শ্রেণীতে তাদের শ্রেণীবিন্যাসের দিকে পরিচালিত করেছে। এই পদগুলি তাদের তফসিলি উপজাতির তালিকায় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে অতিক্রম করা হয়েছে - যা নিজেই তফসিলি উপজাতি নামে পরিচিত উপজাতির একটি শ্রেণী তৈরি করার চেষ্টা করে। এবং এটি সরকারের দ্বারা স্বীকৃত হিসাবে তালিকাভুক্তদের বৈধতা দেয়। সমাজবিজ্ঞানী, জনগণনার কর্মকর্তাদের এবং সরকারের দ্বারা প্রদত্ত অসংখ্য নামকরণ কেবল এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে যে উপজাতিগুলিকে কীভাবে শ্রেণীবদ্ধ, বোঝা এবং আচরণ করা উচিত। এ সমস্তই উপজাতিদের মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য প্রভাব ফেলেছে, যা আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের দ্বারা সক্রিয়ভাবে উত্সাহিত করা হচ্ছে, কখনও ইতিবাচক ফলাফল নিয়ে এবং অন্য সময়ে উপজাতির অস্তিত্বের জন্য ক্ষতিকারক।

রবার্ট রেডফিল্ড উপজাতিকে একটি ছোট সম্প্রদায় হিসাবে বিবেচনা করেন এবং নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করেন:

i) স্বতন্ত্রতা: সম্প্রদায়টি কোথায় শুরু হয় এবং কোথায় শেষ হয় তা স্পষ্ট। এটি সম্প্রদায়ের মানুষের গ্রুপ চেতনা দ্বারা প্রকাশিত হয়

ii) ক্ষুদ্রতা: একটি ছোট জনসংখ্যার সাথে একটি কম্প্যাক্ট সম্প্রদায়

iii) একরূপতা: সমস্ত ব্যক্তি একই ধরণের কাজ করেন এবং একই মনের অবস্থা রাখেন। সকল ব্যক্তি একই জীবিকা কৌশল অবলম্বন করেন, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে,

iv) আত্মসম্পূর্ণতা: সম্প্রদায়টি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তার মানুষের বেশিরভাগ কার্যকলাপ এবং প্রয়োজনগুলি সরবরাহ করে।

মজুমদার (১৯৫৮) একটি উপজাতিকে সংজ্ঞায়িত করেন "একটি সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে যার আঞ্চলিক সংযুক্তি রয়েছে, ফাংশনের কোন বিশেষীকরণ নেই, বংশানুক্রমিক বা অন্যথায় উপজাতি কর্মকর্তাদের দ্বারা শাসিত, ভাষা বা উপভাষায় একত্রিত, অন্যান্য উপজাতি বা বর্ণের সাথে সামাজিক দূরত্ব স্বীকার করে, তফসিলি কাঠামোতে যেমনটি হয় তেমন কোনও সামাজিক নিন্দা ছাড়াই, উপজাতি প্রথা, বিশ্বাস এবং রীতিনীতি অনুসরণ করে, বিদেশী উৎস থেকে ধারণাগুলির উদারীকরণ, সর্বোপরি জাতিগত এবং আঞ্চলিক সংহতির একরূপতার সচেতনতা।

এস.সি. দুবে (১৯৬০) অনুসারে, "উপজাতি সাধারণত পার্বত্য ও বনাঞ্চলে আপেক্ষিক বিচ্ছিন্নতায় বসবাসকারী আঞ্চলিক সম্প্রদায়গুলিকে বোঝায়।

তাদের আপেক্ষিক বিচ্ছিন্নতা, কিছু উপায়ে তাদের দেশের সমাজের মূলধারা থেকে পৃথক রেখেছে। আংশিকভাবে এই বিচ্ছিন্নতার কারণে এবং আংশিকভাবে তাদের সীমিত বিশ্বদর্শনের কারণে, যা ঐতিহাসিক গভীরতার অভাব দ্বারা চিহ্নিত এবং ইতিহাসের মিথ্যে মিশ্রণ এবং একটি সামগ্রিক প্রথা অভিমুখিতকরণের ফলে, তারা অতীতের মূল থিমগুলির সাথে সংহত। এই সংহত থিমগুলি এবং একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক ফোকাস তাদের একটি পৃথক সাংস্কৃতিক পরিচয় দিয়েছে এবং তারা প্রায়ই সুপ্ত বা প্রকাশিত মানসিক-প্রেরণামূলক সিস্টেমগুলি ধারণ করে যা অন্যদের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে আলাদা।

ম্যান্ডেলবাম (১৯৫৬) ভারতীয় উপজাতিদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করেছেন:

ক) সামাজিক বন্ধনের যন্ত্র হিসাবে আত্মীয়তা।

খ) পুরুষ এবং গোষ্ঠীগুলির মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসের অভাব।

গ) শক্তিশালী, জটিল এবং আনুষ্ঠানিক সংগঠনের অনুপস্থিতি।

ঘ) ভূমি অধিকার ধারনের সাম্প্রদায়িক ভিত্তি।

ঙ) বিভাগীয় চরিত্র।

চ) পুঁজির ব্যবহার এবং বাজার বাণিজ্যে উদ্‌বৃত্ত সঞ্চয়ের উপর সামান্য মূল্য।

ছ) ধর্মের রূপ এবং উপাদানের মধ্যে পার্থক্যের অভাব।

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে একটি উপজাতি একটি সামাজিক গোষ্ঠী যেটি সম্পর্কিত

ক) একরূপতা,

খ) বিচ্ছিন্নতা এবং অসম্পৃক্তি,

গ) আঞ্চলিক অখণ্ডতা,

ঘ) অনন্য পরিচয় এবং সাধারণ সংস্কৃতির সচেতনতা,

ঙ) সর্বব্যাপী ধর্ম হিসাবে অ্যানিমিজম (এখন বিলুপ্ত),

চ) শোষণমূলক শ্রেণী এবং সংগঠিত রাষ্ট্র কাঠামোর অনুপস্থিতি সহ স্বতন্ত্র সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব,

ছ) বহুবিধ আত্মীয়তা সম্পর্ক,

জ) সামাজিক-অর্থনৈতিক ইউনিটের বিভাগীয় প্রকৃতি,

ঝ) সাধারণ লক্ষ্যগুলির জন্য ঘন ঘন সহযোগিতা,

ঞ) তাদের পৃথক অর্থনীতিতে আত্মসম্পূর্ণতা,

ট) একটি সাধারণ উপভাষা এবং অন্যান্য অনেক বৈশিষ্ট্য যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অপরিবর্তিত থেকেছে।

উপজাতিদের মধ্যে সমজাতীয়তা এবং সমতার ধারণাটি সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। দেখা গেছে যে বিবাহ, মিত্র পণ্য বিনিময় এবং পুনর্বণ্টন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অসাম্য রয়েছে। ভারতের উপজাতিদের মধ্যে বিশাল বৈচিত্র্য রয়েছে।

উপজাতিদের বলা হয় যে তারা অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন থাকে তবে উপজাতি এবং অনুপজাতিদের ঐতিহাসিক সম্পর্কগুলি প্রাচীনকাল থেকেই প্রায়ই ভুলে যাওয়া হয়।

উপজাতিদের অনেক সংজ্ঞাই তাই সমস্যাযুক্ত; তাই সমাজবিজ্ঞানীরা সুবিধামতভাবে তফসিলি উপজাতি হিসেবে সরকারীভাবে স্বীকৃতদের ব্যবহার করেছেন। ভারতের সংবিধানের ৩৪২(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালদের সাথে যথাযথ পরামর্শক্রমে উপজাতি এবং উপজাতীয় সম্প্রদায় বা উপজাতি বা উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলির অংশগুলিকে প্রতিটি রাজ্যের জন্য তফসিলি উপজাতি হিসাবে মনোনীত করতে পারেন। এই বিচারিক পরিভাষাটি সমালোচনামূলকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই সমাজকর্মী এবং সমাজবিজ্ঞানী উভয়ের জন্য এই শব্দটি কার্যত তালিকাভুক্ত সম্প্রদায়গুলির তালিকার সাথে সমার্থক।

উপজাতিদের সংজ্ঞাগুলি প্রাক-সাক্ষর সংস্কৃতির নির্দিষ্ট বিভাগগুলিকে চিহ্নিত করতে থাকে যা সামাজিক সংগঠনের বিভিন্ন রূপ এবং প্রযুক্তিগত-অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তরগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। উপজাতিদের বোঝার ক্ষেত্রে, সমাজকর্মীরা সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, ইতিহাস এবং রাজনৈতিক অর্থনীতির বিভিন্ন অবদানের উপর ভিত্তি করে কাজ করে।

সম্প্রদায়গুলির অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সমাজকর্মীদের স্বনির্ভরতার দিকে সামাজিক ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে আগ্রহের কারণে, উপজাতিদের দুটি উপায়ে ধারণা করা হয় প্রথমত, অযৌক্তিক এবং ঐতিহ্যবাহী হিসাবে তাদের আধুনিক এবং যৌক্তিক করার প্রয়োজন; এবং দ্বিতীয়ত, যারা শোষিত এবং দুর্বল।

যাইহোক, তাদের মূলধারার সাথে একীভূত করার চেষ্টা করা হচ্ছে মূলধারাটি কী তা স্পষ্ট না করে। পারিয়ারাম এম চাকোর উল্লেখ করেছেন, উপজাতিদের জীবনের অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যা

মূলধারার অনুপজাতরা লাভজনকভাবে আত্মসাৎ করতে পারে যেমন ধন, লিঙ্গ, সমতা, যৌনতা এবং বিবাহ এবং অপ্রত্যাখ্যানের নীতির ধারণা।

আদিবাসি উপজাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো

সামাজিক কাঠামোঃ প্রতিটি উপজাতির জন্য সামাজিক কাঠামো অনন্য। এটি পরিবারের সংগঠন, রীতিনীতি এবং বিশ্বাস এবং বসবাসের স্থান, জাতিগত এবং ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত। এই সবকিছুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক বৈচিত্র্য রয়েছে। প্রতিটি সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন পরিবার, বিবাহ এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের পাশাপাশি তাদের বিশেষ অর্থনৈতিক ধারা, যা বাস্তুতান্ত্রিক অবস্থার উপর নির্ভর করে, এই বিষয়গুলিতেও বৈচিত্র্য রয়েছে। এছাড়াও, প্রকৃতির সাথে সম্প্রদায়ের সম্পর্ক এবং এর সাথে যুক্ত বিভিন্ন রীতিনীতি তাদের অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে পৃথক করে।

উপজাতিদের সামাজিক জীবন সম্পর্কের বন্ধনের অধীনে সাধারণ কার্যকলাপে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাধারণ অস্তিত্বের বিভিন্ন কার্যক্রমের চারপাশে আবর্তিত হয়। প্রতিটি উপজাতির নিজস্ব কাঠামো এবং সংগঠন রয়েছে। যেহেতু উপজাতিরা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে নিজেদের একটি ছোট সম্প্রদায় গঠন করে, তাদের সম্পর্কগুলি সরাসরি এবং অন্তরঙ্গ হয়। এই সম্পর্কের নিদর্শনগুলি পবিত্র বা অপরিবর্তনীয় নয়। এগুলি বাস্তুতান্ত্রিক অবস্থার পরিবর্তন বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কের পরিবর্তন বা তাদের নিজস্ব মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তনের প্রভাবের অধীনে থাকে। ফলে, সামাজিক কাঠামোটি গতিশীল প্রকৃতির।

ভারতীয় উপজাতিদের সামাজিক জীবনকে বলা যেতে পারে যে একটি নকশার সাথে গঠিত হয়, যেখানে ব্যক্তিরা পরিবার গঠন করে, পরিবারগুলি লাইনেজ গঠন করে, লাইনেজগুলি উপগোত্র বা উপস্থানীয় গোষ্ঠীতে, উপগোত্রগুলি গোত্রে বা স্থানীয় গোষ্ঠীতে, গোত্রগুলি ফ্রেটারিতে বা আঞ্চলিক গোষ্ঠীতে এবং ফ্রেটারিগুলি মোয়েটিতে; মোয়েটিগুলি উপ-উপজাতিতে এবং শেষ পর্যন্ত উপ-উপজাতিগুলি উপজাতি গঠন করে। এই সামাজিক নকশায়, সবচেয়ে ছোট একক হল ব্যক্তি, যারা পরিবার বা গৃহস্থালী হিসাবে ক্ষুদ্রতম দল গঠন করে। ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলি একাধিক স্তরের সংযোজনের মাধ্যমে বড় গোষ্ঠীতে মিলিত হয়। সব উপজাতিতে উপরের সমস্ত সামাজিক একক বিদ্যমান থাকা জরুরি নয়।

পরিবার:

পরিবার হল মৌলিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক একক। পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের জন্য ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত ভূমিকা রয়েছে যা তাদের সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে তাদের কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আচারগত অধিকারগুলি পরিবারের বিকাশের সাথে সম্পর্কিত। বিভিন্ন উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলি পরিবারের এবং গোষ্ঠীর

মধ্যে কর্তৃত্বের প্রকৃতি, বহিরাগতদের সাথে সম্পর্কের প্রকৃতি, পরিবারের মধ্যে কাজের বণ্টন এবং বন্টন, আচার এবং সেকুলার ক্ষমতার অনুশীলন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। এই সমস্তকিছু তাদের বাসস্থানের উপর নির্ভর করে - অর্থাৎ তাদের প্রাকৃতিক জীবনযাপন শর্ত এবং এর সাথে তাদের সম্পর্ক।

অর্থনৈতিক কাঠামোঃ

ভারতে উপজাতিরা বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরে বিদ্যমান, খাদ্য সংগ্রহ থেকে শিল্প শ্রম পর্যন্ত, যা অর্থনীতির বিস্তৃত কাঠামোর মধ্যে তাদের ওভারল্যাপিং অর্থনৈতিক পর্যায়কে উপস্থাপন করে। একটি উপজাতি সাধারণত অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন একটি গোষ্ঠী হিসাবে বিবেচিত হয়, যাদের নিজস্ব নির্দিষ্ট অর্থনীতি রয়েছে এবং সেইজন্য তাদের জীবনযাত্রা, শ্রমের ধরন, শ্রমের বিভাগ এবং বিশেষীকরণ, উপহার এবং আনুষ্ঠানিক বিনিময়, বাণিজ্য এবং বিনিময়, ঋণ এবং মূল্য, সম্পদ, ভোগের নিয়ম, পুঁজি গঠন, ভূমি অধিকার এবং ভাল-স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট-অর্থনৈতিক অবস্থান রয়েছে। এই সমস্তগুলি ভারতীয় অর্থনীতির বিস্তৃত সেট-আপে একটি বিশেষ উপজাতীয় অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নক।

উপজাতি অর্থনীতি বোঝার জন্য সাংস্কৃতিক, সামাজিক জীবন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আন্তঃনির্ভরতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলির অর্থনৈতিক জীবনকে তাদের জীবনযাত্রার অবস্থাকে প্রভাবিত করে এমন অ-মূল্যায়িত দিকগুলির আলোকে দেখা উচিত। তাদের একটি খুব সহজ প্রযুক্তি রয়েছে যা তাদের বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশ এবং স্বনির্ভর প্রকৃতির সাথে ভালভাবে মানিয়ে যায়। তাদের অর্থনীতি বলতে সাবসিস্টেন্স ধরনের অর্থনীতি বোঝায় যেখানে সম্প্রদায়ের সকল ব্যক্তির জন্য জীবিকার নিশ্চয়তা থাকে। এটি শ্রম এবং ভূমি বন্টনের সামাজিক নির্ধারণ এবং প্রয়োজনে জরুরি উপাদান পাওয়ার সামাজিক অধিকার মাধ্যমে অর্জিত হয়। ফলে উৎপাদন এবং বণ্টনের উপর শক্তিশালী এবং স্থায়ী সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থাকে।

তারা "মার্জিনাল ইকোনমি" অনুসরণ করে। এটি এক সময়ে জীবিকার জন্য বিভিন্ন ধরনের পেশার অনুশীলনকে বোঝায়। অর্থাৎ, একটি উপজাতি তার জীবনযাপন বজায় রাখতে বিভিন্ন ধরনের পেশায় লিপ্ত হতে পারে যেমন শিকার, খাদ্য সংগ্রহ, স্থানান্তরিত চাষাবাদ, মাছ ধরা, পশুপালন, উদ্যানপালন, এবং কিছু কারিগর কাজ যেমন হস্তশিল্প এবং গ্রামীণ এলাকায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় আইটেম উৎপাদন। তাদের অর্থনৈতিক জীবিকার জটিলতা তাদের নিযুক্ত কার্যকলাপের সংমিশ্রণে প্রকাশ পায়। এছাড়াও, তাদের অন্য গ্রামীণ সম্প্রদায় এবং তাদের অর্থনীতির সাথে সম্পর্ক থাকতে পারে। ফলে, কিছু উপজাতি স্থায়ী কৃষিকাজ করে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ রাখে। তারা মধু, ঔষধি গাছ, খেলনা, ঝুড়ি ইত্যাদি সরবরাহ করে এবং বিনিময়ে শস্য, সিরিয়াল, কাপড় ইত্যাদি সংগ্রহ করে। এইভাবে তারা তাদের অঞ্চলের বাস্তুতান্ত্রিক চক্রের উপর নির্ভরশীল জীবিকার একটি ঝুড়ি অনুসরণ করে।

উপজাতীয় অর্থনীতিতে উৎপাদনের পদ্ধতি ঐতিহ্যগত, দেশীয় এবং সাংস্কৃতিকভাবে প্রাধান্যপূর্ণ। এটি তাদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং প্রাকৃতিক জীবনযাত্রার অবস্থার প্রেক্ষাপটে উপাদান সামগ্রী এবং পরিষেবাগুলির অধিগ্রহণ এবং উৎপাদনের জন্য কাঠামোগত ব্যবস্থা এবং প্রয়োগ করা নিয়মগুলিতে বোঝা প্রয়োজন। উপজাতির মধ্যে শ্রেণি বিভাজন নেই কারণ উৎপাদন সম্পর্কগুলি সামাজিক ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়। তারা সাংস্কৃতিকভাবে একটি

সামাজিক একক, একই সময়ে উদ্যোগী এবং কর্মী পাশাপাশি উৎপাদক এবং ভোক্তা। বিতরণের পদ্ধতিটি বিনিময় ব্যবস্থা বা পারস্পরিক বিনিময়ের সাথে যুক্ত।

আদিবাসি উপজাতির সমস্যাসমূহ

উপজাতিরা ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক সোপানের নীচের স্তরে অবস্থান করে। স্বাধীনোত্তর ভারতে পরিকল্পিত উন্নয়নের চাহিদা তাদের সাথে উপজাতি জমিতে বাঁধ, খনি, শিল্প এবং সড়কের ভয়াবহতা নিয়ে এসেছে। তাদের মুখোমুখি প্রধান সমস্যাগুলি হল:

ভূমি থেকে বিচ্ছিন্নতা

ঔপনিবেশিক সময় থেকে তাদের ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। উন্নয়নের নামে বা ঋণ আদায়ের জন্য মহাজনদের দ্বারা তাদের ভূমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া সংরক্ষণের নামে বন রিজার্ভ করে উপজাতিদের তাদের বাসস্থান এবং জীবিকা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। ভারতে রেলওয়ের সম্প্রসারণ ভারতে বনসম্পদ ব্যাপকভাবে ধ্বংস করেছে। উদাহরণস্বরূপ, অন্ধ্র প্রদেশে, অ-উপজাতিরা উপজাতি জমির অর্ধেকের মালিক। ওড়িশায়, ঋণগ্রস্ততা, বন্ধক এবং জোরপূর্বক দখলের মাধ্যমে উপজাতিরা ৫৪% জমি হারিয়েছে।

ভূমি বিচ্ছিন্নতা প্রায়ই উপজাতিদের ভূমি সঠিকভাবে রেকর্ড করার অজ্ঞতার কারণে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অবহেলার কারণে এবং কখনও কখনও দুর্নীতির কারণে ঘটে। গোয়ায় খনির শিল্প উপজাতিদের চাষের অধিকারকে লঙ্ঘন করে এই জমিগুলি ইজারায় নিয়ে গেছে। এছাড়াও মাটি ও নদীগুলিকে দূষণ করে উপজাতিদের তাদের জীবিকা অব্যাহত রাখা অসম্ভব করে তুলেছে।

উপজাতিদের মধ্যে দারিদ্র্য

বেশিরভাগ উপজাতি দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। বর্তমানে, উপজাতি সম্প্রদায়গুলি সবচেয়ে খাদ্য-অসংরক্ষিত এলাকায় বাস করে।

উপজাতি ও ঋণগ্রস্ততা

দারিদ্র্যের কারণে উপজাতিরা স্থানীয় মহাজনদের কাছে ঋণগ্রস্ত। অ-টিম্বার ফরেস্ট প্রোডাক্ট (NTFP) এর প্রবেশাধিকারের ক্ষতি, বন উজাড়, মিশ্র বনের পরিবর্তে মানবসৃষ্ট বনগুলির পছন্দ, নিয়ন্ত্রক কাঠামো, শিল্পের দিকে NTFP এবং বন স্থানান্তর, NTFP এর জাতীয়করণ এবং NTFP এর বিপণনে সরকারী সংস্থা এবং ঠিকাদারদের দ্বারা শোষণ উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য জীবিকা ভিত্তি হারানোর কারণ হয়েছে।

উচ্ছেদ

উপজাতিরা বড় সেচ বাঁধ, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, ওপেন কাস্ট এবং ভূগর্ভস্থ কয়লা খনি, সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং খনিজ ভিত্তিক শিল্প ইউনিটের মতো প্রকল্পগুলির কারণে তাদের জীবিকা থেকে উচ্ছেদ হয়েছে। উন্নয়নের নামে, উপজাতিরা তাদের ঐতিহ্যবাহী বাসস্থান এবং জীবিকা থেকে উচ্ছেদ হয়েছে, এবং পুনর্বাসন ছাড়াই, তাদের দারিদ্র্য এবং নিঃস্ব অবস্থায় ফেলেছে। এই বড় উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে, উপজাতিরা তাদের জমি শুধুমাত্র প্রকল্প কর্তৃপক্ষের কাছে নয়, এমনকি অ-উপজাতি বহিরাগতদের কাছেও হারায় যারা এই এলাকাগুলিতে এসে জমি এবং বাণিজ্য এবং ক্ষুদ্র শিল্পের নতুন অর্থনৈতিক সুযোগগুলি দখল করে।

স্থানান্তরিত চাষাবাদ

উপজাতি সম্প্রদায়গুলি স্থানান্তরিত চাষাবাদ চর্চা করে, একটি প্রথাগত প্রথা যা তারা প্রজন্ম ধরে নিয়োজিত রয়েছে। এটি বনভূমি কম এবং কম পাওয়া যাচ্ছে বলে কঠিন হয়ে উঠছে।

শাসনের নিম্নমান

উপজাতীয় এলাকায় শাসনের মান নিম্নমানের। ভারতের সর্বত্র প্রোগ্রাম ডেলিভারি খারাপ হয়েছে, তবে উপজাতি এলাকায় আরও বেশি। উপজাতি অঞ্চল থেকে অ-উপজাতি অঞ্চলে পোস্ট স্থানান্তর প্রায়শই ঘটে।

সাংস্কৃতিক সমস্যা

অন্যান্য সংস্কৃতির সাথে সংস্পর্শের কারণে উপজাতি সংস্কৃতি একটি বিপ্লবী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এটি উপজাতি জীবন এবং উপজাতি শিল্প যেমন নৃত্য, সংগীত এবং বিভিন্ন ধরণের হস্তশিল্পের অবক্ষয় ঘটিয়েছে এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণের প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।

শোষণকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উপজাতির ক্রোধের সাথে মোকাবিলায় সংবেদনশীলতার অভাব

উপজাতি জনগণের সম্পদের ভিত্তি কমে যাওয়া, জমির ক্ষতি, বনজ দ্রব্যের প্রবেশাধিকারে নিষেধাজ্ঞা এবং যুক্তিসঙ্গত মজুরির কাজের সুযোগ এবং ঋণ প্রদানের অভাব উপজাতি জনগণের জন্য কষ্ট সৃষ্টি করেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, উন্নয়ন প্রক্রিয়াগুলি অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত উপজাতি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং চেতনায় হস্তক্ষেপ করেছে এবং নেতিবাচক ফলাফল উৎপন্ন করেছে। অনেক উপজাতি এলাকায় উন্নয়ন প্রক্রিয়া সাহায্য প্রদান করার পরিবর্তে, বহু অসুবিধার কারণ হয়েছে, যার মধ্যে প্রধান হল স্থানান্তর এবং জমি হারানো, যা উপজাতিদের প্রধান সম্পদ ভিত্তি। রাজ্য সরকারগুলি অ-উপজাতিদের কাছে জমি স্থানান্তর নিয়ন্ত্রণ/নিষিদ্ধ করার জন্য আইন/বিধি প্রণয়ন করেছে, তবুও জমি বিচ্ছিন্নতা অব্যাহত রয়েছে।

শিক্ষা

শিক্ষাগতভাবে উপজাতি জনসংখ্যা বিভিন্ন স্তরের উন্নয়নে রয়েছে তবে সামগ্রিকভাবে প্রথাগত শিক্ষা উপজাতি গোষ্ঠীগুলিতে খুব কম প্রভাব ফেলেছে।